তোমার চোখে দেখেছিলাম...

অরিন্দম নাথ

তোমার সাথে পরিচিত হবার প্রহর টুকুর কথা ভাবছি। সেবার বসন্ত পাততাড়ি গুটানোর আয়োজনে ব্যস্ত। চৈত্রের শেষ। গরম চড়তে শুরু করেছে। এরিমধ্যে একদিন বিকেলে কালবৈশাখী হয়ে গেছে। সিজন চেঞ্জের কারণেই হোক, কিংবা ভাইরাল অ্যাটাক, আমি সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হলাম৷ সাথে কাশি। বেশ দীর্ঘস্থায়ী। আর তখনই বন্ধুরা পরিচয় করিয়ে দিল তোমার সাথে।

“প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস–
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ॥”

রবিঠাকুর কি পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাটি লিখেছিলেন জানি না। কিন্তু এত বছর পর, আমার পরিস্থিতির সাথে এই কবিতা খাপ খেয়ে যাচ্ছে। চৈত্রের সেই বিকেলে জনাকয়েক বন্ধু স্কুল-মাঠে গোল হয়ে বসেছিল। আমি যাওয়াতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্রত্যেকের কানেই হেড-ফোন। নিচু ভলিউমে গান শুনছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, গণ-ভাবে মানুষ কখনো আলাদা আলাদা গান শোনে! পঙ্কজ আজ নেই। সেই প্রথম মাথা তুলে প্রশ্ন করেছিল, ‘তোর কি হয়েছে?’

- আর বলিস না। কাশিতে এক্কেবারে নাকাল। পরীক্ষা করিয়েছিলাম। ভাইরাসজনিত কাশি। ভেবেছিলাম ওষুধের প্রয়োজন হবে না। বাসক পাতার রস, ভিক্স, আদা আর গার্গল করছি। এখন মনে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হবে।

- কিচ্ছু লাগবে না! মধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। সব সেরে যাবে।

সেই তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তোমাকে ওরা ফান্টু বলেও ডাকত। সত্যি তোমার স্পর্শে দু'দিনেই আমার কাশি বিদায় নিল। অসাধারণ তোমার জাদুকরী মায়া। তোমার মোহ আমি কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। প্রেমে পড়লাম। এর মধ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এলো। পড়তে বসলে ঘুম আসতো। কিছুতেই পড়া মনে রাখতে পারতাম না। সবকিছু ঝাপসা লাগতো। এই পরিস্থিতির মধ্যেই পরীক্ষা দিলাম। হায়ার সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করলাম। আমি বলবো ভাল রেজাল্ট। আরো খারাপ হতে পারত।

"এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস–
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ॥"

সারাদিন মোবাইল নিয়ে মজে থাকতাম। বন্ধুদের সঙ্গ ভাল লাগতো। দেখা হলেই একজন অন্যজনকে বলতাম, 'হাই! নটরিয়াস! অর্থাৎ, নট ওর ইয়েস?

- প্রায়শই উত্তর হত ইয়েস।

তারপর আমরা তোমাদের বাড়িতে যেতাম। দল বেঁধে। মধু তোমাকে তোমার আসল নাম ফেনসিডিল নিয়ে আমরা কমই ডাকতাম। ফেনসি, ডাইল, মাল, টাকুর, নফে ইত্যাদি কত নামে ডাকতাম। আরো তলিয়ে গেলাম। স্নাতকও হতে পারলাম না। তবে নেশায় স্নাতক হলাম। ঝিম ধরা এক প্রজন্মের সদস্য হলাম। বিকেল তিনটে চারটের মধ্যে আধ-বোতল খেয়ে নিতাম। তারপর বসে বসে চিন্তা করতাম। কড়া চিনি দিয়ে দুধ-চা খেতাম। মাঝে মাঝে সিগারেট খেতাম। পাঁচ-ছ ঘণ্টা পর গাঁজা খেতাম। আমাদের মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক নীতি আদর্শ নিয়ে কখনো ঝগড়া হত না৷ ফেন্সি খাওয়ার পর লো ভলিউমে গান শুনতাম। আর গাঁজা খেলে হাই ভলিউমে। মশা-মাছি গায়ে বসলেও টের পেতাম না। ক্রমশ: আমি শারীরিক দুর্বল হয়ে পড়লাম। খিদে পেত না। কোন কিছুতে রুচি হত না। পেটে ব্যথা হত। কখনো কখনো সাত আট দিন লাগাতর ঘুম আসত না। স্থান কাল পাত্র বিচার না করেই যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়তাম। খুব গরম লাগতো। ভীষণ ঘামতাম। জুতোর ফিতে বাঁধতে পারতাম না। কারো দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না। চোখে টর্চের আলো ফেললে পলক পড়ত না। স্বপ্ন নেই। শক্তি

নেই। আকাঙ্ক্ষা নেই৷ সৃজনী নেই। ক্ষমতা নেই। শুধু আছে ঝিমুনির নেশা। লোকজন বলাবলি করতো, নেশাখোর হিসাবে স্নাতকোত্তর পাশ করেছি।

আমাকে ওই অবস্থা থেকে উত্তরণ করে আরেক মধু। মধুছন্দা। ভারসাম্যহীন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সেই সাহায্য করে। আবার আত্মবিশ্বাসী হয়ে বেঁচে থাকার সাহস যোগায়। আমি রিহ্যাবে ভর্তি হলাম। ডাক্তারের গাইড অনুসারে চলতাম। আমার ইতিবাচক মানসিকতা কাজে এল। আর সবার উপরে আমার প্রতি মধুছন্দার ভালোবাসা। আমি উইথড্রোল সিমটম কাটিয়ে উঠলাম। পুরনো বন্ধু এবং মোবাইল ফোন এড়িয়ে চলতাম। এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ।

“আমের বনে দোলা লাগে, মুকুল প’ড়ে ঝ’রে–
চিরকালের চেনা গন্ধ হাওয়ায় ওঠে ভ’রে।
মঞ্জরিত শাখায় শাখায়, মউমাছিদের পাখায় পাখায়,
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন ফেলেছে নিশ্বাস–
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ॥”

এখন যখন সেই দিনগুলোর কথা ভাবি, মনে হাসি পায়। মধু, তোমাদের কত ঐশ্বর্য। এত কালো টাকা। এরই লোভে সুবিধাবাদী লোকগুলো এসে হাজির হত তোমাদের বাসায়। কে না থাকতো এই দলে ! ব্যবসায়ী, উকিল, রাজনীতিবিদ, পুলিশ সবাই গোপনে হাজির হতো। এদের দ্বিচারিতা দেখে হাসি লুকাতে পারি না। প্রকাশ্যে নেশা-বিরোধী প্রচারে গলা মেলায়। আড়ালে তোমার উৎপাদকের সাথে দোস্তি করে। পাপকে ঘৃণা করব, পাপীকে নয়। এর পরও, আইনজীবীরা যখন নেশা কারবারীদের পক্ষে দাঁড়ান, মন থেকে মানতে পারি না। সমাজের প্রতি উনাদের কোন দায়বদ্ধতা থাকবেনা! হিপোক্রেসির চূড়ান্ত রূপ। তাই মন খারাপ হয়ে যায়। আর তখনই ভরসা যোগায় মধুছন্দা। ‘কুসুমসুরভি-মাঝে বীনরণন শুনি যে--প্রেমে প্রেমে বাজে’।